সাট্‌সা বুলেটিন

৫ম বর্ষ ২৫তম সংখ্যা আগস্ট, ২০১৪

সম্পাদকীয়.....

দীর্ঘ তাপ প্রবাহের পর বাদল ভরা মেঘের সম্ভার মনের কোণে আশা জাগালেও বিলম্বিত বর্ষা এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আগামী মরশুমে কৃষির উৎপাদনকে সংকটে ফেলে দিতে পারে। এই বছর "এল নিনোর" প্রকোপে আবহাওয়া পরিমণ্ডলে পরিবর্তন দেশের কৃষি চিত্র তথা কৃষকের অবস্থাকেও পাল্টে দেবে। গতবছর রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হলেও চাষীরা সেই অন্ধকারেই রয়ে গেলেন, যাদের কষ্ট ও শ্রমের মাধ্যমে ১২০ কোটি মানুষের অন্ন উৎপন্ন হচ্ছে, সেই কৃষকদের জন্য প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কি বরাদ্দ করা যায় না? জাতীয় স্তরে ফার্মার্স ইন্‌কাম কমিশন" গঠনের মাধ্যমে অবিলম্বে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো দরকার, তবেই ভারতের "কৃষি রথ" সচল হবে। কেন্দ্রে নতুন সরকার এবিষয়ে কিছু আশা দেখাবে কি? সরকার তার মৌলিক চিন্তাভাবনা তথা সার্বিক উন্নয়নের নিরিখে কৃষিকে কতটা গুরুত্ব দেবে—"শুভদিন আনয়নের" লক্ষ্যে?

ভোট সমাপ্ত, দেশব্যাপী এই বিশাল কর্মযজ্ঞ ও বিপুল আয়োজনের পরে আপামর জনসাধারণ ভালো দিনের অপেক্ষায়, কৃষকের সাথে আমরাও আছি শুভদিনের খোঁজে। চাকুরিগত সুযোগ সুবিধা ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। অন্যদিকে কাজের চাপ ও পরিধি বিস্তার লাভ করছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, শূন্যপদ পূরণের মতো বিষয়গুলি কোনো গুরুত্ব পাচ্ছে না। সদস্য তথা আধিকারিকেরা প্রতি মুহূর্তে আমলাতন্ত্রের রক্তচক্ষুর স্বীকার হচ্ছে। তাই আগামীদিনের লড়াই-এ সবাইকে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

রাজ্যের নতুন কৃষি মন্ত্রীর কাছে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌রা যোগ্য গুরুত্ব পাবেন বলে সাট্‌সা আশা প্রকাশ করে।

কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে সাট্‌সার সাক্ষাৎকার

সাট্‌সার সাধারণ সম্পাদক গৌতম কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর কয়েকজন পদাধিকারী নবতম কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে ৩/৭/১৪ পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন।

আবার গত ১১/৭/১৪, ২৩/৭/১৪ ও ৪/৮/১৪ ঐ প্রতিনিধিদল কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে কৃষি দপ্তরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মন্ত্রী মহোদয় সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শোক সংবাদ

পশ্চিম মেদিনীপুরের সদস্য কার্ত্তিক চন্দ্র হাঁসদা গত ১৪/০৬/২০১৪ তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করি।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চতুর্থ সভার প্রতিবেদন

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শ্রী মুরারী যাদব মহাশয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। নদীয়া জেলা সম্পাদক স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের বিবরণ তথ্য চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

এরপর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক বক্তব্যের প্রথমে নদীয়া জেলা ইউনিটকে ধন্যবাদ দেন।

তিনি বলেন সাট্‌সার সংবিধান সকলের জন্য। তিনি জানান — আগামী ১৬ই মে, ২০১৪ পর্যন্ত সাট্‌সা ভবনের সংস্কারের জন্য ঐ সময় ভবনে কেউ থাকতে পারবেন না। সাট্‌সার উদ্যোগে কৃষি রবি পুরস্কার কৃষকদের উৎসাহিত করবে, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ না থাকায় পরবর্তী কেন্দ্রীয় সভায় হিসেব দাখিল করা হবে। বর্তমান সরকারের আমলে সময় মত কৃষি উপকরণ কৃষকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে বলে তিনি জানান। দপ্তরে প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেন। ব্লক স্তরে কৃষি সম্প্রসারণ প্রযুক্তিবিদ্‌দের গাড়ীর ব্যবস্থা করা সংগঠনের বিরাট সাফল্য বলে তিনি মনে করেন। ব্লক স্তরে গাড়ী ভাড়া করা, নতুন ব্লক, মহকুমা সৃষ্টি করার উদ্যোগ জারী রয়েছে বলে তিনি জানান। এস্‌টাবলিস্‌মেন্ট ও প্রেস-পাবলিসিটি দপ্তরের কাজের প্রশংসা করেন। ২ মাসের মধ্যে মেম্বার প্রোফাইলের জন্য সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে অনুরোধ করেন। বর্তমানে ১৫ শতাংশ লেভি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দেবার বিষয়ে সকলের মতামত চান। গবেষণা শাখার যোগ্য সদস্যরা সকলে ১৯ নং স্কেল পেয়েছে। এ.সি.আর সময়মত জমা পড়ার বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকা দরকার। IWMP-এর ব্যাপারে বলেন, কৃষি অধিকর্তাকে এই সংস্থার কমিটিতে রাখা হবে এবং জেলায় উপ কৃষি অধিকর্তারা ডি.ডি.ও হিসেবে কাজ করবেন। বিরোধী সংগঠনের নানা বাধা প্রদানের ফলে transfer on higher responsibility নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হতে পারে scale linked designation। তিনি বলেন, স্কেল লিংকড ফাইলটি বর্তমানে অর্থ দপ্তরে রয়েছে। এটা হলে case থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বর্তমানে redistribution ও reapproprtion of post এর সম্ভাবনা কম। দপ্তরে ১৭৭টি সম্প্রসারণে ও ৪১টি গবেষণা শাখায় কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগের উদ্যোগ চলছে। তিনি বলেন প্রতিটি জেলা নিজেদের মত করে সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ করছেন। সদস্যদের বদলীর প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলকে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত করতে বলেন। বিরোধী সংগঠনের কেউ সংগঠনে যোগদান করতে চাইলে জেলার মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

শ্রী কমল ভৌমিক, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন), সাট্‌সা বলেন, সংগঠন সঠিক পথে চলছে। বর্তমান নেতৃত্ব দায়িত্ব পালনে সর্বদা বদ্ধ পরিকর। এখনও পর্যন্ত ১২টি জেলা scale linked designation -এর পক্ষে মত দিয়েছে। এ ব্যাপারে সকলের দ্বিধা কাটাতে অনুরোধ করেন।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এস্‌ট্যাবলিস্‌মেন্ট) বলেন কৃষি বিভাগ তিন জায়গায় হওয়ায় অসুবিধা হচ্ছে। IWMP -এর সমস্যার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এর মাথায় একজন বন দপ্তরের আধিকারিককে বসানো হয়েছে। কৃষি অধিকর্তাকে এই সংস্থায় রাখা হয় নি। এই সংস্থা কেন্দ্রের গ্রামীণ দপ্তরের টাকা খরচ করবেন। ফলে Fund Management এর সমস্যা হচ্ছে।

তিনি বলেন, Asset statement সঠিক সময়ে না আসায় vigilence clearance -এর সমস্যা হচ্ছে। এতে date of birth ও date of joining লেখা বাধ্যতামূলক বলে তিনি জানান। লাল আই কার্ডের জন্য যারা দরখাস্ত করেছেন তারা নবান্নের ৫০৫ নং ঘরে যোগাযোগ করতে পারেন। যাদের হয়ে গেছে তাদের গুলো দপ্তরে চলে এসেছে।

শ্রী শিবব্রত ঘটক, সহ-সভাপতি, সাট্‌সা বলেন, রাজ্যে কেন্দ্রের ৭টি প্রকল্প চলে অথচ লোক বলের সমস্যা রয়েছে।

শ্রী অরুণাভ মাইতি, সহ-সভাপতি, সাট্‌সা বলেন ব্লক স্তরে কাজের চাপ বাড়ছে। লোক নিয়োগ হলেও তা অপ্রতুল। এই অবস্থায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বাড়তি দায়িত্বে সদস্যদের উপর চাপ বাড়বে। তিনি দ্রুত scale linked designation - order বার করতে চাপ সৃষ্টির উপর জোর দেন।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়খান, যুগ্ম সম্পাদক (প্রেস ও পাবলিসিটি), সাট্‌সা বলেন, সাট্‌সা website-এর Home page-এ জেলার কার্যাবলীর দুটো video দেওয়া রয়েছে। যারা video পাঠাবেন তাদেরটাও দেওয়া হবে। বি.জি.এম.-এ সকলকে ফটো যুক্ত Card দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সংগঠনের তহবিল বাড়ানোর জন্য সকলের উদ্যোগ প্রয়োজন বলে তিনি আহ্বান জানান। Departmental Exam-এর ফল সংগঠনের সাইটে দেওয়া হয় বলে তিনি জানান। সকলকে Member profile form ভর্তি করে দ্রুত পাঠাতে অনুরোধ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের সাট্‌সা মুখপত্র পৌঁছোনোর জন্য সদস্যদের অনুরোধ করেন।

শ্রী সুশান্ত মুখার্জী, যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা), সাট্‌সা, বলেন চুঁচুড়া গবেষণা খামারের যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী কমল ভদ্রের পদোন্নতি তার অবসরের দিন করা সম্ভব হয়েছে। কীটতত্ত্ব বিভাগের গবেষকদের এ.সি.আর. সঠিক সময়ে না আসায় পদোন্নতি বিলম্বিত হচ্ছিল। সংগঠনের তৎপরতায় এ সমস্যার সমাধান হয়। MCAS, CAS শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে এবং ১৫ জনের confirmation প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণা শাখার scale linked designation অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

শ্রী তপন দাস, যুগ্ম সম্পাদক (ইলেকশন) সংগঠন-এর বিভিন্ন কেস নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রী সুজন সেন, দপ্তর সম্পাদক বলেন, বদলীর প্রস্তাব তৈরী করা হচ্ছে। তিনি জেলা সম্পাদকদের জেলার সভার সংবাদ আগে থেকে জানানোর অনুরোধ জানান।

শ্রী পার্থ প্রামাণিক, নদীয়া জেলার প্রবীণ সদস্য জেলা কৃষি দপ্তরের সাম্প্রতিক সাফল্যের বিষয় তুলে ধরেন। জেলার প্রবীণ সদস্যদের জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কথা বলেন।

শ্রী সংগীত শেখর দেব, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, সাট্‌সা ২০১৫ সালে ১৮ জন কৃষককে সাট্‌সার পক্ষ থেকে কৃষি রবি সম্মান প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত নিয়ম-নীতি ব্যাখ্যা করেন।

সভায় আজীবন সদস্য হিসেবে শ্রী দীপংকর ভদ্র ও আশক আজম-এর আবেদন গৃহীত হয়। বিরোধী সংগঠন থেকে আগত সদস্য শ্রী বীরেশ বিশ্বাস, জাসমিন হক এবং শ্রী অরুণ বোসের আবেদন সভায় গৃহীত হয়।

বর্ধমান জেলা সম্পাদক সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য Scale linked designation রূপায়নের পক্ষে মত দেন।

পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক জানান জেলায় ২ জন সাট্‌সায় যোগদানের আবেদন করেছেন এবং কৃষি ভবন তৈরীর জন্য সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে।

জলপাইগুড়ির জেলা সম্পাদক জানান জেলার সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কৃষি মেলা করেছেন। জেলা শাসক ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক বলেন, যুগ্ম কৃষি আধিকারিক, পি.ও.আর.এস. শ্রী মদন প্রসাদ শ্রীবাস্তব সাট্‌সা সদস্য পদের জন্য আবেদন করেন। জেলা আগামী বছর সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ করবে। ব্লকের পুরোনো সদস্যদের মহকুমা স্তরে বদলীর প্রস্তাব দেন। তিনি জানান জেলায় ইভ্যালিউশান বিভাগের ডি.ডি.ও পদটির অনুমতি নেই।

উত্তর দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক জানান সেন্‌টেড রাইস বিষয়ে বই প্রকাশ করা হয়েছে। তুষার পাত্রের রিলিভার দরকার। মাত্র ৫ জন লোক নিয়ে জেলা অফিস চলছে। একজন নতুন সদস্য পদের জন্য আবেদন করেছেন।

হাওড়া জেলা সম্পাদক এস.এল.ডি.-এর ব্যাপারে সি.ই.সি.-কে আরো ভাবতে বলেন। জেলায় কয়েকজনের আশু বদলী প্রয়োজন। সদস্যদের

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

সন্দেশ এক নজরে—

১) সাট্‌সা ভবনের সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২) সম্প্রসারণ শাখায় ৩ জন সদস্যের কন্‌ফার্মেশনের আদেশনামা প্রকাশ হয়েছে এবং আরো ৩ জনের আদেশনামা প্রকাশের অপেক্ষায়।

৩) *কল্লোল হালদার *নির্মল নইপালের মরণোত্তর ৮ বছরের এম.সি.এ.এস. আদেশনামা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

৪) এছাড়া সম্প্রসারণ শাখার ১৭ জনের ও গবেষণা শাখার ৭ জনের এম.সি.এ.এস. আদেশনামা সংগঠনের প্রয়াসে প্রকাশিত হয়েছে।

৫) দ্রুততার সঙ্গে ১৩০ জন সদস্যের ১৬ বছরের এম.সি.এ.এস. এবং ৮ জনের ৮ বছরের এম.সি.এ.এস. আদেশনামা সঠিক সময়ে বার করবার প্রচেষ্টা চলছে।

৬) গবেষণা শাখার ৮ জন সদস্যের ১৯ নং স্কেলের অর্ডার প্রকাশের মুখে। সম্প্রসারণ শাখার যোগ্য সকল সদস্যের ১৯ নং আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

৭) সহ কৃষি অধিকর্তা থেকে সম্প্রতি ৪ জন সদস্য উপকৃষি অধিকর্তা পদে বদলী হয়েছেন।

৮) শূন্য পদে প্রসাশনিক শাখায় ১৭৭ জন ও গবেষণা শাখায় ৪১ জন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

৯) অবর কৃষি অধিকর্তা, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা এবং উপকৃষি অধিকর্তার শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব সমূহ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

চতুর্থ সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

অন্য দপ্তরের কাজ ও নির্বাচনের জন্য বেশী চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। পান চাষের উপর একটি সেমিনার করা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক বলেন, জেলার গঠনমূলক কাজের জন্য লেভীর পরিমাপ ৫ শতাংশ করলে ভালো হয়। জেলায় ৬ মাস ব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ, আলুর বীজ উৎপাদন ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। সাট্‌সা মূল্যবান বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করেছে।

শ্রী মৃদুল সাহা, সদস্য, সি.ই.সি. বলেন, জেলায় উন্নয়নের টাকা আসলেও পরিকাঠামোর অভাবে কাজ হচ্ছে না। Capital outlay-এর টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা দরকার বলে জানান।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম বক্তা হিসেবে সাট্‌সা রাজ্য সভাপতি নতুন নতুন প্রকল্পের উপর জেলাভিত্তিক আলোচনা করবার প্রস্তাব রাখেন। আগামী দিনে রাজ্যের মোট ৭টি স্থানে আলোচনা হবে।

ভাস্কর দত্ত, সিইসি সদস্য, বিভিন্ন প্রকল্পে ADM (G)-এর সাথে যৌথ Account-এর টাকা লেনদেন বহু পরিমাপ চেক সই-এর সমস্যার কথা বলেন। তিনি ১০ শতাংশ লেভি কেন্দ্রে জমার পক্ষে মত দেন।

ডঃ সুকান্ত দাশগুপ্ত, সদস্য সি.ই.সি. বলেন, দুটো নতুন বীজ পরীক্ষাগার হলেও লোকের অভাব রয়েছে। তিনি notification of jurisdiction দরকার বলে মনে করেন। আলুর বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণমানের সঙ্গে কোন রকম আপোষের প্রতিবাদ করেন। তিনি সাট্‌সা ওয়েব সাইটের হোম পেজে Asset statement / ACR ইত্যাদি জমার তথ্য দেওয়া যায় কিনা জানতে চান।

মালদার জেলা সম্পাদক বলেন যাদের বদলীর আদেশ বার হয়েছে তাদের Release-এর ব্যবস্থা করা দরকার।

বাকুঁড়া জেলা সম্পাদক সংগঠনের বদলীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সদস্যদের নির্বাচনের কাজে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক জানান সাট্‌সা ভবনের জন্য সংগঠনকে ৫০০০ টাকা করে ঋণ প্রদানকারী জেলার সদস্যদের মধ্যে ১৬ জন উক্ত টাকা ফেরৎ না নিয়ে সংগঠনকে দান করেছেন। জেলায় সন্তোষজনক পরিমাণ কৃষি পুস্তিকা বিতরণ সম্ভব হয়েছে, তিনি আই-কার্ড পাওয়ার সমস্যার কথা বলেন।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শষ্য বীমার সরলীকরণ দরকার। আমডাঙ্গার কৃষি ভবন তৈরীর সমস্যা হচ্ছে। Farm mechanisation-এ asset creation হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। তিনি নতুন সদস্যপদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চান।

শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ, সদস্য সি.ই.সি. প্রশ্ন করেন শীলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সাহায্যে জেলা ও মহকুমাই যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, পুনর্নিয়োগে যেন কৃষি অধিকারে কোন পদ Blocked না হয়।

হুগলী জেলা সম্পাদক বলেন, শূন্য পদ পূরণ না হলে নতুন প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব নয়। কৃষি রবির উপস্থাপনার পরিবর্তন চান।

কলকাতার জেলা সম্পাদক ৩ জন আজীবন সদস্য পদের দরখাস্ত গৃহিত হবার আশা করেন। শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে কেন্দ্র থেকে সাহায্য করায় জেলা সদস্যদের সুবিধা হয়েছে।

শ্রী অভিষেক বসাক, সদস্য, সি.ই.সি. বলেন, উপরওয়ালারা যখন তখন ডাকছেন। ফলে Home work করার সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, সি.ই.সি. সদস্য এফ.এস.এস.এম. সহ অন্যান্য স্কীম-এর সমস্যার কথা বেলন।

শ্রী গৌতম মন্ডল, সদস্য, সি.ই.সি. প্রস্তাব দেন কৃষি রবিদের মধ্যে যাতে পরবর্তী interaction-এর সুযোগ পান।

বীরভূম জেলা সম্পাদক IWMP, কৃষি মেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাট্‌সার উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। জেলা সাট্‌সার উদ্যোগে নির্বাচনের ডিউটি থেকে অনেকে ছাড় পেয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় মর্দানা, সম্পাদক প্রস্তাবাকারে সাট্‌সা বুলেটিন উন্নয়নের বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

নদীয়া জেলা সম্পাদক, জানান জেলার সকলে এম.সি.এ.এস এর বেনিফিট পেয়েছেন। নতুন সদস্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুদিন assessment করা দরকার। জেলা সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী নেবার ভাবনা করছে। বদলী নীতির বিষয়ে জেলা কেন্দ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। বীজ গবেষণাগারের জন্য লোক দরকার বলে তিনি বলেন।

শ্রী অশোক তরফদার, নদীয়া জেলা সভাপতি, সাট্‌সা সকলের গঠনমূলক সমালোচনার জন্য সাধুবাদ জানান। ATC, Soil ও Research wing এর সদস্যদের সংগঠনের কাজে বেশী করে লাগানো যেতে পারে।

শ্রী পবিত্র বিশ্বাস, সদস্য, নদীয়া FSSM-এর সমস্যার উল্লেখ করেন। শ্রী জয়ন্ত পাল, নদীয়া জেলা SLD-এর সমস্যা, সম্ভাবনার উপর আলোকপাত করেন।

জবাবী ভাষণে সাধারণ সম্পাদক, শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক বলেন, FSSM-এর guideline change এর ক্ষেত্রে নদীয়া জেলাকে ভাবতে বলেন। তিনি ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ACR, Asset Statement জমা পরার উপর জোর দেন। লেভীর পরিমাণ মুকুব করতে সংবিধান সংশোধন দরকার। তিনি ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দেবার পরামর্শ দেন। কে.পি.এস. পোস্টিং-এর বিষয় ডি.ডি.এ (এ্যাডমিন.)-এর নজরে আনতে হবে। বাঁকুড়া জেলার একজন সি.ই.সি. সদস্য একটি মিটিং-এও আসেন নি। সদস্যদের ইলেকশন ডিউটি আটকানোর ক্ষেত্রে কেস করে লাভ নেই। যে সব জেলা বি.টি.এম. নিয়োগ করতে পারেন নি তাদের আরো তৎপরতা প্রয়োজন। কেস থেকে বেরোতে এস.এল.ডি. ছাড়া রাস্তা নেই।

পি.এস.সি.-এর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে ২২শে এপ্রিলের পর বি.সি.কে.ভি./ ইউ.ভি.কে.ভি./ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সঙ্গে বসা হবে। তিনি নদীয়া জেলার এই মিটিং আয়োজনের প্রশংসা করেন। পরবর্তী সি.ই.সি.-এর তারিখ পরে ঠিক করা হবে।

সর্বশেষে, রাজ্য সভাপতি, সাট্‌সা নদীয়া জেলাকে ধন্যবাদ দেন এই বিশেষ আয়োজনের জন্য।

দেশের কৃষি উন্নয়নে ২০১৪–১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট

গ্রামের কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে ধরা হয়েছে। গ্রামে পুকুর খনন, চেক ড্যাম তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় জলের উৎসকে ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। "প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনা" নামে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে।

বাকী বরাদ্দ কৃষি প্রযুক্তি পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং দেশের সকল কৃষককে "সয়েল হেলথ" কার্ড প্রদানের জন্য ধরা হয়েছে।

বাজেটে NREGA -এর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৩৪,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। যা পূর্বে ৩৩,০০০ টাকার প্রকল্প ছিল। এই প্রকল্পটি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে রূপায়ণ করা হবে।

কৃষিতে বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাব জনিত সমস্যার উপর গবেষণাখাতে সামান্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া "দূরদর্শন কৃষাণ" নামে ২৪ ঘন্টার কৃষি চ্যানেল তৈরী একটি উল্ল্যেখযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু স্থানীয় ভাষায় এর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না হলে রাজ্যের কৃষকরা এর সুবিধা পাবেন না।

দেশে জৈব চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই খাতে বরাদ্দ ভাবা হয় নি। বাজেটে উদ্যান পালন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখ নেই। যদিও এই রাজ্যেই দেশের মধ্যে সব চাইতে বেশী সব্‌জি উৎপাদন হয়। চলতি বছরে বাজেটে কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৮ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। এখন দেখার ব্যাংক এব্যাপারে কতটা আগ্রহী হয়।

২০০৪ সাল থেকে ২০১৩ সালে দেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ক্রমশ কমে ১৯ শতাংশ থেকে ১৩.৯ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে সার্ভিস বা পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান বা জি.ডি.পি. ২০০৪ সালে ৫৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৩-তে ৫৯.৯ শতাংশ-এ এসেছে। অথচ দেশের ৭৮ শতাংশ এর বেশী মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত।

কাজেই কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়ানো প্রয়োজন। গ্রামের মানুষের আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হতেপারে না। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি পণ্যের বিপণন ইত্যাদির নিশ্চয়তাই দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। সেই লক্ষ্যে সারের ভতুর্কী বৃদ্ধি, কৃষি বিপনণের পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি গবেষণাও সম্প্রসারণের ওপর আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল। বাজেটে রাসায়নিক সারের ভতুর্কি ৬৫,০০ কোটি থেকে সামান্য বৃদ্ধি করে ৭১,০০০ কোটি টাকা করা হলেও তা এখনো অপ্রতুল। কৃষি সম্প্রসারণের দেশব্যাপী শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরীর তেমন ব্যবস্থার কথা বাজেটে পাওয়া যায়নি। কাজেই এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন থাকলেও তেমন পদক্ষেপ দেখা যায় নি।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের জল-হাওয়ার উপযোগী দেশী-বিদেশী সবজী বীজ আমরা সরবরাহ করে আসছি, আপনার প্রয়োজনীয় সেরা বীজটিও আমাদের কাছেই পাবেন

ভারত নার্শারী প্রা. লি.
৬০এ, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৫
ফোন (০৩৩)২৫৫৫ ২৪২২, (০৩৩)২৭০৫ ০২৫৪, (০৩৩)২৫৩০ ৮৮২২
ফ্যাক্স (০৩৩)২৫৫৩ ৭১৮২, (০৩৩)২৫৩০ ১২০৪
E-mail : bhratnpl@vsnl.net.
http: www.bharatnursery.com

টৌটালের আশ্বাস বিশ্বমানের চাষবাস

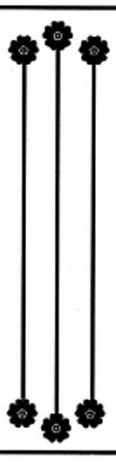

টৌটাল এগ্রিকেয়ার কনসার্ন প্রা.লি.
১২এ, নেতাজী সুভাষ রোড (দ্বিতল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মর্দন্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত, বিনিময় মূল্য ২ টাকা